দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 DEC 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি

॥ সুমন কামরুল ইসলাম ॥

গত দু'মাস ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। এই অবস্থা নিরসনে কর্তৃপক্ষ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহবানে গত ১০ই অক্টোবর থেকে কিছুসংখ্যক বাদে বাকী শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন না। ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবীতে তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকদের একটি অংশ এর বিরোধিতা করে বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রয়েছে। তাই শিক্ষক সমিতির নামে কতিপয় শিক্ষকের ক্লাস না নেয়ার সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যমূলক এবং দুঃখজনক'। শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, সমিতির গত নির্বাচনে পরাজিতরাই আক্রোশের বশে এ ধরনের প্রলাপ বকছেন। বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন সংবাদপত্রগুলোতে বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতির ঝড় বয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই পরিস্থিতি অবসানের জন্যে দীর্ঘদিন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেননি। সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান ছাড়া, এ ব্যাপারে তাদের অন্য কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং একটি বিবৃতি পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এতে বলা হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে কতিপয় শিক্ষকের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ করে ক্লাস না নেয়া চাকরি বিধি তথা পেশাগত সদাচার লংঘনেরই নামান্তর। প্রশাসনের এই বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা এবং উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয়। এতে শিক্ষকরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ১৯ দিন পর উপাচার্য শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সমিতির পক্ষ থেকে ৪ জন শিক্ষককে বিভিন্ন সময়ে অপমান করার

ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া, ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া এবং বর্তমান প্রক্টরকে অব্যাহতি দেয়াসহ বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করা হয়। উপাচার্য এসব দাবীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এছাড়া শিক্ষ-ছাত্র সমন্বয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ গঠনের দাবীও তিনি নীতিগতভাবে মেনে নেন। আলোচনাকালে ১২ই নভেম্বরের মধ্যে উপাচার্যের আশ্বাস কার্যকরী করার জন্যে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আহবান জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাস কার্যকর হয়নি। ফলে অচলাবস্থার অবসান ঘটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ১০ই অক্টোবর থেকে চরম সিদ্ধান্ত নিলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে তারই ফল হিসেবে বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে বহু আগে থেকেই দ্বিধাবিভক্ত। তাদের কোন্দলের ফলে ডুবতে বসেছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিভাবকদের খরচের বোঝা ভারী হচ্ছে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কিছু কিছু ছাত্রকে তাদের দলাদলির সাথে জড়িয়ে ফেলেছেন। এদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয় প্রতিপক্ষের সমর্থক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনায় ও অপমান করায়। বিভিন্ন সময়ে এর ঘৃণ্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১৯৮৫ সালে শামসুন্নাহার হলের প্রাধ্যক্ষাকে সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। শিক্ষক সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। সমিতি গত আড়াই বছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আরও বেশ কিছু কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছে। '৮৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী শিক্ষক সমিতি প্রথমবারের মত উপাচার্যের পদত্যাগের দাবী তোলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে। পরবর্তীতে আরও বহুবার একই দাবী উত্থাপিত হয়েছে।

এদিকে অতি সম্প্রতি গঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ বলেছে যে, সিনেট সভায় সর্বাধিক ভোট পেয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী উপাচার্য মনোনীত হওয়ায় শিক্ষকদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অধ্যাপক আলীকে বিভিন্নভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্যে তারা নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন বলে শিক্ষক পরিষদ অভিযোগ করেছে।